মহিলাদের জন্য ঘরে বসে ব্যবসা করার ১০টি ব্যবসার আইডিয়া

priyocareer.com/মহিলাদের-জন্য-ঘরে-বসে-ব্য/

মেয়েদের ব্যবসার আইডিয়া তথা মহিলাদের জন্য ঘরে বসে ব্যবসা করার কিছু আইডিয়া নিয়ে আজকের লেখা। মেয়েদের ঘরে বসে ব্যবসা করার অনেক উপায় রয়েছে। আপনাকে শুধু সেই উপায়গুলো জানতে হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে। ঘরে বসে কি আবার ব্যবসা করা যায়! তাদের এই প্রশ্নের উত্তর ইতোমধ্যে অনলাইনে ব্যবসা করার নিয়ম লেখাতে দেয়া হয়েছ।

তাই আজকের এই লেখায় কথা বড় না করে মহিলাদের জন্য ঘরে বসে ব্যবসা করার জন্য ১০টি মেয়েদের ব্যবসার আইডিয়া নেয় হাজির হয়ে গেলাম।

মহিলাদের জন্য ঘরে বসে ব্যবসা

এক নজরে সম্পূর্ণ লেখা দেখুন

১. ঘরে তৈরি খাবারের ব্যবসা

বর্তমান সময়ের তুমুল জনপ্রিয় একটি ব্যবসার আইডিয়া হল, ঘরে তৈরি খাবারের ব্যবসা। আপনার রান্নার হাত যদি ভাল হয়। তবে, এই ব্যবসাটি হতে পারে আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার।

কারণ, বর্তমানে হাতে তৈরি খাবার বিক্রি করার অনেকগুলো সহজ মাধ্যম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, আপনি ফেসবুকে পেজের মাধ্যমে এবং গ্রুপের মাধ্যমে, কোন রকম কমিশন ছাড়াই খাবার বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া, অনেকগুলো ফুড ডেলিভারি অ্যাপ আছে যাদের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার খাবার বিক্রি করতে পারবেন।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলও:

- Foodpanda
- Foodpeon
- Cookups
- Foodtong

ইত্যাদি এরকম আরও অনেক অ্যাপ রয়েছে। এসব ফুড ডেলিভারি অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে গেলে, অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহক আপনার খাবার অর্ডার করবে। রাইডার এসে আপনার খাবার নিয়ে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিবে। মাস শেষে আপনি ফুড ডেলিভারি অ্যাপের কোম্পানি থেকে টাকা পেয়ে যাবেন।

২. ক্রাফ্টিং ব্যবসার আইডিয়া

ক্রাফ্টিং বিদেশে বেশ জনপ্রিয় একটি ব্যবসা। সাধারণত ঘর সাজানোর জন্য এবং উপহার হিসাবে অনেক মানুষ এগুলো কিনে থাকে।

বেশ কিছু ক্রাফ্টিং আইডিয়া:

- জামার মধ্যে রঙ দিয়ে ডিজাইন।
- সেলাইয়ের ডিজাইন।
- কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শোপিস।
- ফ্লোরাল জুয়েলারি
- ছবি আঁকা ও ফ্রেম তৈরি ইত্যাদি।

ক্রাফ্টিং ব্যবসা শুরু করার পূর্বে যা করণীয়:

- মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি। অর্থাৎ, যে পণ্যে মানুষের চাহিদা বেশি সেসব পণ্য তৈরি করুন। চাহিদা জানতে বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ এবং ক্রাফট সম্পর্কিত পেজগুলোতে মানুষের প্রশ্নগুলো দেখুন।
- পণ্যগুলোর ছবি আকর্ষণীয় ভাবে তুলুন।
- অর্গানিক এবং পেইড মার্কেটিং করুন।
- পণ্যের মানধরে রাখার চেষ্টা করুন।

৩. অনলাইনে কোর্স বিক্রি

বিদেশে অনলাইন কোর্স এর চাহিদা ব্যাপক। করোনা ভাইরাসের পর থেকে বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইন কোর্স এর চাহিদা তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যদিও অনেক আগে থেকেই অনলাইন কোর্স এর উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো ওয়েবসাইট রয়েছে। সুতরাং, আপনি নিশ্চিন্তে ব্যক্তিগতভাবে অনলাইন কোর্স চালু করতে পারেন। এখন এই অনলাইন কোর্স আপনি দুইভাবে করাতে পারেন।

- প্রি-রেকর্ডেড ভিডিও
- লাইভ ক্লাস

মনে রাখবেন অনলাইন ক্লাস বা কোর্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হবে। আর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে, আপনার প্রতিভা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে হবে। তাই, আপনি যে বিষয়ে কোর্স করাতে চান, সেই বিষয়ের উপর ফ্রি ক্লাস নিতে পারেন। এতে করে মানুষ আপনার সম্পর্কে জানবে এবং আপনার কোর্স করতে আগ্রহী হবে।

৪. ফ্রিল্যান্সিং করে অনলাইনে ইনকাম

ফ্রিল্যান্সিং হল মুক্ত পেশা। ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করা।

ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু স্কিল হল:

- প্রোগ্রামিং
- ওয়েভ ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট
- ডিজিটাল মার্কেটিং
- ফেসবুকে কিভাবে টাকা আয় করা যায়
- এসইও
- কনটেন্ট রাইটার
- গ্রাফিক্স ডিজাইন
- ভিডিও এডিটর ইত্যাদি

ফ্রিল্যান্সিং করে টাকা আয় করার জন্য বেশ কিছু জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইট হলও:

- fiverr.com
- Upwork
- freelancer.com
- envato.com
- guru.com
- 99designs.com
- peopleperhour.com
- Toptal
- Codementor
- DesignCrowd

এসব ফ্রিল্যান্সিং সাইটের মধ্যে অধিকাংশ সাইটে যাদের কাজে প্রয়োজন হয়, তারা পোস্ট করে এবং আপনি সেখানে বিড করে অর্থাৎ, আপনি কত টাকা ও কত কত সময়ের মধ্যে কাজটি করে দিতে পারবেন, তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। কিছু সাইট রয়েছে যেগুলোতে আপনি আপনার কাজের পোষ্ট দিয়ে রাখবেন ক্লায়েন্টের যদি

কোন কাজে প্রয়োজন হয় তবে, আপনাকে মেসেজ করে কাজ অর্ডার করবে।

কিছু সাইট রয়েছে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক যেমন 99designs। এখানে ক্লায়েন্ট ডিজাইনের প্রয়োজন হলে সেটা পোস্ট করে এবং বিভিন্ন ডিজাইনার ডিজাইন সাবমিট করে, তারপর ক্লাইন্টের যেটা পছন্দ হয় সেটা নয় এবং তাকে পেমেন্ট করে।

৫. কুটির শিল্প

কুটিরশিল্প নামের মধ্যেই ঘরোয়া ভাব রয়েছে। কুটির মানে ঘর আর ঘরের মধ্যে যে শিল্প সেটাই কুটির শিল্প। কুটির শিল্পের চাহিদা যুগ যুগ ধরে রয়েছে এবং থাকবে। কুটির শিল্পের মূল ধারক এবং বাহক নারীরা। সুতরাং, আপনি চাইলে ঘরে বসে এই লাভজনক ব্যবসা শুরু করে দিতে পারেন।

৬. ব্লগিং

এই মুহূর্তে প্রিয় ক্যারিয়ারে আপনি যে লেখাটি পড়ছেন এটাই ব্লগ। ব্লগ সাধারণত দুই ধরনের হয়

- ব্যক্তিগত ব্লগ
- কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ব্লগ

ব্যক্তিগত ব্লগগুলোতে সাধারণত ব্যক্তিগত দিনলিপি কিংবা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা পাবলিশ করা হয়। সেটা হতে পারে প্রযুক্তি, ভ্রমণ, রেসিপি, লাইফ স্টাইল, খেলাধুলা ইত্যাদি। অপরদিকে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান ব্লগগুলো হয় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নিয়মিত আপডেট গুলো পাঠক কে জানানোর জন্য। যেমন উইন্ডোজ বা বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি তাদের ব্লগে তাদের মোবাইল ফোনের আপডেট সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করে। এখন আপনি চাইলে এই ব্যক্তিগত ব্লগ খুলে আয় করতে পারেন।

ব্লগ থেকে আয় করার ৫টি সহজ উপায়:

- গুগল এডসেন্স কিংবা অন্য কোনও বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আয়।
- এফিলিয়েট মার্কেটিং করে আয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটের পণ্যের অ্যাফিলিয়েট করে টাকা আয় করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলও অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং। অর্থাৎ, অ্যামাজনে আপনি যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অ্যাকাউন্ট খোলেন। তারপর আপনার ওয়েবসাইটে তাদের পণ্য বিক্রি করেন তাহলে ওই পণ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ আপনাকে কমিশন হিসেবে দেয়া হবে।
- রিভিউ, স্পন্সর পোস্ট লিখে টাকা আয় করতে পারেন।
- নিজের পণ্য বিক্রি। আপনার নিজের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে পাঠক কে অবহিত করতে পারেন। পাঠকের কাছে পণ্যটি গুরুত্বপূর্ণ হলে কিনে নিবে।

> আপনার যদি মানসম্মত ব্লগ নিউজ ওয়েবসাইট তৈরির ইচ্ছা থাকে। তাহলে, আপনি Omar Faruk মোবাইল: 01961547802 এই প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার এবং ডেভেলপার এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

৭. অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রযুক্তি দুনিয়ার সাথে যাদের ন্যূন্যতম সম্পর্ক রয়েছে তারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে এফিলিয়েট মার্কেটিং করে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। এখন যারা নতুন তাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আসলে কি? সহজভাবে যদি বলি, ই-কমার্স কোম্পানির পণ্য বিক্রি করে দিলে যে কমিশন পাওয়া যায় সেটাই আফিলিয়েট মার্কেটিং।

তবে, এফিলিয়েট মার্কেটিং করে সফলতা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, ওয়েবসাইট খোলা এবং সে ওয়েবসাইটে আপনার কাঙ্ক্ষিত পণ্যের গুরুত্ব এবং উপকারিতা নিয়ে কনটেন্ট পাবলিশ করা। আরে কনটেন্ট এর মাঝখানে পণ্য ক্রয়ের সরাসরি লিংক প্রদান করা। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সাইটগুলো হলও। যথা:

৮. ফ্যাশন ডিজাইনিং

Watch Video At: https://youtu.be/pijnOOrbGzo

মানুষ যতদিন থাকবে জামাকাপড়ের চাহিদাও ততদিন থাকবে। আর জামা কাপড়ের এই চাহিদা মেটাচ্ছে গার্মেন্টসগুলো। যুগের সাথে সাথে মানুষের রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশ সংস্কৃতি এবং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে মানুষের পোশাকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা। আর এই চাহিদাকে পূরণ করে ফ্যাশন ডিজাইন।

আপনার যদি ফ্যাশন ডিজাইনের উপর পূর্বের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আর যদি না থাকে তবে আপনি অনলাইনে কিংবা বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে প্রফেশনাল ফ্যাশন ডিজাইনার হতে পারবেন। ফ্যাশন ডিজাইনে পর, গার্মেন্টসে গিয়ে সেই ডিজাইনের পূর্ণতা পায়। সুতরাং, ফ্যাশন ডিজাইন হতে পারে আপনার আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

৯. বুটিক হাউজ

পূর্বেই বলেছি পোশাকের চাহিদা যুগ যুগ ধরে আছে এবং থাকবে। বুটিক একটি সৃজনশীল পেশা। আর বুটিক হাউসের মাধ্যমে আপনি এই সৃজনশীল পেশায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করে দিতে পারেন বুটিক হাউজের ব্যবসা। বুটিকের উপর ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

Watch Video At: https://youtu.be/X_321F-Rrmw

উল্লেখযোগ্য বুটিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান হল:

- বিসিক
- ঘরকন্যা
- বাংলাদেশ মহিলা সমিতি
- প্রতিবেশী ট্রেনিং সেন্টার

১০. ইউটিউব

ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিন্তু ইউটিউব দেখে নি এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করার মাধ্যমে টাকা আয় করা সম্ভব। আর আপনি চাইলে এই কাজটি সম্পন্ন ঘরে বসেই করতে পারেন। আপনার যে বিষয়ে অভিজ্ঞ সে বিষয়ের উপর আপনি ভিডিও তৈরি করে আপলোড করতে পারেন।

ইউটিউব এর রিকোয়ারমেন্ট তথা এক বছরে ৪ হাজার ঘণ্টা ভিউ এবং ১ হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করতে পারলেই আপনি গুগল এডসেন্সে এপ্লাই করতে পারবেন এবং তারপর থেকে আপনার আয় শুরু হয়ে যাবে।

উপসংহার

এই ছিল আজকে মেয়েদের ব্যবসার আইডিয়া। আশাকরি লেখাটি পড়ে আপনি উপকৃত হয়েছেন। লেখাটি পড়ে আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন জেগে যায় তাহলে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারেন। ১৫টি নতুন ব্যবসার আইডিয়া। শুরু করতে পারেন এখনি।